১০৬

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

# প্রেসিডেন্টের আহ্বান

স্কুল-কলেজ হোক আর ইউনিভার্সিটিই হোক— এসবে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষা, শিক্ষা শেষে পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী-ডিপ্লোমা হাতে পাওয়া। এর জন্যই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক তাদের সন্তানদের ক্যাম্পাসে পাঠান, কষ্ট করে হলেও শিক্ষার খরচ যোগান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলছে না নিয়মিত। সেশন জটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে কয়েকটি মূল্যবান বছরের অপচয় ঘটছে, অভিভাবকদের বইতে হচ্ছে বাড়তি খরচের বোঝা। ছাত্রসমাজ, অভিভাবক মন্ডলী ও জাতির এই অপূরণীয় ক্ষতির প্রধান কারণ ছাত্র রাজনীতির মাত্রাধিক্য। ক্ষমতা দখলের খেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের। এটা করার ফলে ছাত্ররা নিজেদের লেখাপড়ার ক্ষতি ঘটায়, ক্যাম্পাসে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে এবং অনেকে খুন-জখমেরও শিকার হয়।

যে ক্ষমতার খেলায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার এতবড় ক্ষতি ঘটায় তার বর্জন, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ কেবল কাম্যই নয়, একান্ত জরুরীও। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাটিই সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। গত শুক্রবার সকালে ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলরের ভাষণে তিনি শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের ক্ষমতার খেলায় ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিবদমান ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত ও অস্ত্রযুদ্ধের ফলে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে এমন একদিন আসবে যখন আমরা সভ্য মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে পারব না। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট গোটা জাতির মনের কথাটিই বলেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরোধ ও পারস্পরিক সংঘাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ যে বিঘ্নিত করে, গত বিশ ত্রিশ বছরে তার অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। সেজন্য শুধু ছাত্রসমাজই নয়, সমগ্র জাতিকে চড়া মাশুল গুণতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহল সচেতন ও আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলে এই অভিশাপ থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচীর বাইরের তৎপরতায় অবশ্যই অংশ নিতে হবে। কারণ, এসব তৎপরতা তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক হয়। তবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একথা মনে রাখতে হবে যে, পাঠ্যসূচী বহির্ভূত তৎপরতায় অংশগ্রহণ মুখ্য নয়, গৌণ। এ সত্য উপলব্ধি করে এ কাজগুলি করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ যেমন বিঘ্নিত হয় না, তেমনি অপূরণীয় ক্ষতি শিকার হতে হয় না, ছাত্র সমাজ ও জাতিকে। ছাত্রসমাজ, শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবক মন্ডলী সবাই এ সত্য উপলব্ধি করতেন বলেই বিশ ত্রিশ বছর আগে শিক্ষাঙ্গনে একটা ভারসাম্য বজায় থাকত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যথারীতি চলার পরেই ছাত্রসমাজ পাঠ্যসূচী বহির্ভূত তৎপরতার চর্চা করত তখন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রসমাজের আসল কর্তব্য কি তা বোঝেন অনেক আগ থেকেই। এজন্যই বিরোধীদলের নেত্রী থাকাকালে প্রকাশ্য জনসভায় তিনি ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে খাতা-কলম তুলে দিয়েছিলেন। একাজ করার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিকদলেরও প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। সেই দলগুলি তার এই কল্যাণমুখী আহবানে সাড়া দেয়নি বলেই ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ও শিক্ষা পরিবেশের ক্ষতি অব্যাহত রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা আগেও বলেছিলেন একাধিকবার। গত শুক্রবার এই আহবান আবার তিনি জানিয়েছেন বিশেষ গুরুত্বসহকারে। সকল রাজনৈতিক দলসহ দেশের সকল মহলকে এই আহবানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্রসমাজ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ক্ষমতার সর্বনাশা খেলায় ছাত্রদের ব্যবহার থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিরত থাকতে হবে। সমাজের সচেতন অংশকে ক্ষতিকর ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক সংগঠনসমূহসহ সবাই প্রেসিডেন্টের আহবানে সাড়া দেবেন বলে আমরা আশা করছি। ছাত্রসমাজ যদি লেখাপড়ায় পূর্ণ মনোযোগ দেয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার অনুকূলে পরিবেশ ফিরে আসবে এবং শিক্ষা-শিক্ষণের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।